হজ সফরে সহজ গাইড

বিভাগ/অধ্যায়ঃ উমরাহ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ মুহাম্মাদ মোশফিকুর রহমান

ইহরামের মীকাত

- মীকাত হলো সীমা। হজ ও উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমনকারীদের কা'বা ঘর হতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব থেকে ইহরাম করতে হয়, ঐ জায়গাগুলোকে মীকাত বলা হয়।
- মীকাত দুই ধরনের (১) মীকাতে যামানী (সময়ের মীকাত) (২) মীকাতে মাকানী (স্থানের মীকাত)।
- হজের মীকাতের সময় হলো ৩টি মাস; শাওয়াল, জিলক্বদ ও যিলহজ মাস। তবে কিছু আলেমের মতে এটি ১০ যিলহজ পর্যন্ত। উমরাহর মীকাতের সময় হলো বছরের যে কোনো সময়।[1]
- মীকাতের জন্য ৫টি নির্ধারিত স্থান রয়েছে:

মীকাতের নাম	অন্য নাম	মক্কা থেকে দূরত্ব	যাদের জন্য
যুল হুলায়ফা	আবিয়ারে আলী	৪২০ কিমি	মদীনাবাসী ও যারা এ পথ দিয়ে যাবেন।
আল জুহফাহ	রাবিগ	১৮৬ কি.মি.	সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, ফিলিস্তিন, মিশর, সুদান, মরক্কো ও সমগ্র আফ্রিকা।
ইয়ালামলাম	আস-সা'দিয়া	১২০ কি.মি	যারা নৌপথে ইয়েমেন, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া থেকে আসবেন।
কারনুল মানাযিল	সাইলুল কাবির	৭৮ কি.মি.	কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, ওমান, ইরাক ও ইরান। আর যারা বাংলাদেশ থেকে আকাশ পথে জিদ্দা যাবেন তাদের জন্যও এটি মীক্বাত।
যাতু ইরক	-	১০০ কি.মি	ইরাক (আজকাল পরিত্যাক্ত)

- বাংলাদেশ থেকে যারা বিমান যোগে জেদ্দা বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন তাদের মীকাত হলো 'কারনুল মানাযিল' (সাইলুল কাবীর)। আর নৌপথ যোগে যারা জাহাজে ভ্রমণ করবেন তাদের মীকাত হবে 'ইয়ালামলাম'। তবে আজকাল নৌপথ বেশি ব্যবহৃত হয় না।

যারা মীকাতের সীমানার অভ্যন্তরে বসবাস করেন তাদের অবস্থানের জায়গাটাই হল তাদের মীকাত। অর্থাৎ যে যেখানে আছেন সেখান থেকেই হজের ইহরাম করবেন। তবে মক্কার হারাম এলাকার ভেতরে বসবাসকারী ব্যক্তি যদি উমরাহ করতে চান তা হলে তাকে হারাম এলাকার বাইরে গিয়ে যেমন তান'ঈম তথা আয়েশা মসজিদ বা অনুরূপ কোনো হালাল এলাকায় গিয়ে ইহরাম করবেন।

ফুটনোট

[1] সূরা আল-বাকারা ২:১৯৭

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪২৯; সহীহ মুসলিম (২/৮৪১)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6504

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন